ত্রিপুরা সরকার
তথ্য ও সংস্কৃতি অধিকার
****

ফিচার-৫২(আগরতলা-৩১।১০)
সাব্রুম,৩১ অক্টোবর,২০১৭।

ফল, ফুল চাষে স্বাবলম্বী হচ্ছেন কৃষকরা

।। অমৃত দাস ।।

উত্তর-পূর্ব ভারতের ক্ষুদ্র রাজ্য ত্রিপুরা। এখানকার অর্থনীতির মূল ভিত্তি হচ্ছে কৃষি। রাজ্যে কৃষিকাজের সঙ্গে যুক্ত অধিকাংশই ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষী। সুদীর্ঘ সময়ব্যাপী ত্রিপুরার কৃষি ব্যবস্থা ছিল সম্পূর্ণ প্রকৃতি নির্ভর। অধিকাংশ জমি ছিল এক ফসলী। অতি বৃষ্টিতে বন্যায় ফসল ভেসে যেত। অনাবৃষ্টিতে, প্রখর রোদে ফসল জ্বলে পুড়ে নষ্ট হয়ে যেত। সেচ ব্যবস্থা, সার ও উন্নত বীজের ব্যবহার ছিল অপ্রতুল। চাষযোগ্য জমির অপ্রতুলতা রাজ্যের কৃষির অন্যতম প্রতিবন্ধকতা। জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে খাদ্যশস্যের বিপুল পরিমাণ চাহিদা মেটানোর লক্ষ্যে রাজ্য সরকার বেশ কিছু সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। উদ্যোগ নেওয়া হয় নতুন করে চাষযোগ্য এলাকার সম্প্রসারণ, পতিত জমিকে চাষের আওতায় আনা, সেচের এলাকা বৃদ্ধি করা, কৃষিতে আধুনিক ব্যবস্থার সংযোজন, নতুন প্রজাতির খাদ্যশস্যের চাষাবাদের মাধ্যমে ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধি। সেচ ব্যবস্থার সম্প্রসারণের পাশাপাশি সার সহ কৃষিতে নতুন প্রযুক্তির সংযোজন ও উন্নত প্রজাতির উচ্চ ফলনশীল বীজ ব্যবহারের ফলে বিশেষ করে ধান উৎপাদনে উল্লেখযোগ্য সাফল্য পাওয়া গেছে।

ত্রিপুরা রাজ্যকে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ করতে রাজ্য সরকার কৃষি ক্ষেত্রে নানা পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ হলো শ্রী পদ্ধতিতে বোরো ধান চাষ। এখন ত্রিপুরায় আউশ ও আমন মরশুমের পাশাপাশি বোরো মরশুমেও শ্রী পদ্ধতিতে ধান চাষ হচ্ছে। দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার সাতচাঁদ কৃষি মহকুমার উদ্যোগে শ্রী পদ্ধতিতে ৬৩০ হেক্টর জমিতে উচ্চফলনশীল জাতের ধানের বীজ ও ১,৪২০ হেক্টর জমিতে সংকর জাতীয় ধানের বীজ দিয়ে আমন ধান চাষে উৎসাহী কৃষকদের সাহায্য করা হয়। ২০ হেক্টর জমিতে উচ্চফলনশীল ধানের বীজ দিয়ে কৃষকদের সাহায্য করা হয়। সাতচাঁদ কৃষি মহকুমার দৌলবাড়ি, বিজয়নগর, ইন্দিরানগর, সিন্দুকপাথর, কালাপানিয়া, মাগুরছড়া, পশ্চিম হরিণা ও সাতচাঁদ গ্রাম পঞ্চায়েতে কৃষকরা শ্রী পদ্ধতিতে ধান চাষে খুবই উৎসাহী। ৭ হাজার ৫০০ জন ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষী শ্রী পদ্ধতিতে আউশ ও আমন ধান চাষের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে এবার।

সাতচাঁদ মহকুমা কৃষি তত্ত্বাবধায়ক অজয় দেববর্মা জানান, শ্রী পদ্ধতিতে ধান চাষের সুবিধা হলো প্রথাগত চাষের তুলনায় ৩৫-৫০ শতাংশ জল কম লাগে। এছাড়াও ৭৫-৮০ শতাংশ বীজ ধান ও ২৫-৩০ শতাংশ রাসায়নিক সার কম লাগে। এই পদ্ধতিতে জৈব সারের প্রয়োগ বেশী হওয়ায় মাটির উর্বরতাও বজায় থাকে। ঔষধও কম লাগে। ধান এক সপ্তাহ আগে পাকে। সেই সঙ্গে প্রথাগত চাষের তুলনায় ফসলও বেশী হয়। শ্রী পদ্ধতিতে ধান চাষে সাফল্যের পাশাপাশি উদ্যান ও বাগিচা ফসল চাষে রাজ্য এগিয়ে চলেছে। রাজ্যের অর্থনৈতিক উন্নয়নে উদ্যান চর্চারও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। বিভিন্ন ফল, বাদাম, মশলা এবং বাণিজ্যিকভাবে ফুল চাষ গ্রামীণ জনগণের আয়ের সুযোগ যেমন সৃষ্টি করছে, তেমনি শক্তিশালী হচ্ছে রাজ্যের অর্থনীতি। এখন সব্জী চাষের এলাকাও বৃদ্ধি পেয়েছে এবং উপজাতি অধ্যুষিত সব্জী চাষ জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। ফল ও সব্জী, মশলার ক্ষেত্রে উৎপাদনশীলতা লক্ষ্যণীয়ভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। সুসংহত পরিকল্পনার মাধ্যমে উন্নত জাতের চারা ব্যবহার, ফল চাষের এলাকা বৃদ্ধি, পুরোনো ফলের বাগান পরিচর্যা, সেচের সম্প্রসারণ, নতুন প্রজাতির ফুলের চাষ এবং উন্নত প্রযুক্তির ব্যবহারের ফলেই উদ্যান চাষে ধারাবাহিক সাফল্য পাচ্ছে। ফুল ও ফল চাষে কৃষকরা স্বাবলম্বী হচ্ছেন। ধান, ফুল, ফল, সব্জী চাষে সাফল্য শুধু কৃষক পরিবারেরই অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতি করেনি, সমৃদ্ধ করছে আমাদের রাজ্যের আর্থ-সামাজিক অবস্থারও।

****